सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF TRIPURA

বাজেট ভাষণ

২০২০-২০২১

শ্রীযুক্ত যীষ্ণু দেববর্মা

উপ-মুখ্যমন্ত্রী

অর্থ দপ্তর

ত্রিপুরা সরকার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই মহতী সভায় 2020-21 অর্থবছরের বাজেট পেশ করতে যাচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিগত দু'বছর ধরে জনগণের সহযোগিতা ও আশীর্বাদ নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে আমাদের BJP-IPFT সরকার রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। আমরা নিশ্চিতরূপেই ত্রিপুরাকে এক 'মডেল রাজ্য' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়ে চলেছি। আমরা রাজ্যের জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস' আদর্শকে অনুসরণ করছি। যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটিয়ে ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের Logistic Hub হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সেই লক্ষ্যে আমরা 'HIRA' মডেল অর্থাৎ Highways, I-way, Railways এবং Airways-এর উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2020 সালের 6ই ফেব্রুয়ারি সংসদে তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা তুলে ধরে 'আরও বেশি বিনিয়োগ, আরও উন্নত পরিকাঠামো, আরও বেশি মূল্য যুক্তকরণ এবং আরও বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থানের' উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আমাদের রাজ্য সরকারও একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে।

2) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি মিলেছে বিভিন্ন স্তরে। 2019 সালের 25 ডিসেম্বর প্রকাশিত ভারত সরকারের Good Governance Index-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম স্থানে রয়েছে। 2019-এর নভেম্বরে ইন্ডিয়া টুডে-র 'State of the States' সমীক্ষায় ত্রিপুরা দ্বিতীয়বারের মতো 'Most Improved Small State' হিসাবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া ত্রিপুরা কৃষি ক্ষেত্রেও 'Best performing and most improved small state' হিসাবেও বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকও ত্রিপুরাকে ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে সফল রাজ্য হিসেবে পুরস্কৃত করে তার কৃষি ও কৃষক কল্যাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য। রাজ্যকে 5 কোটি টাকার নগদ পুরস্কারও দেওয়া হয়। সৌভাগ্য প্রকল্পের 100 শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য ভারত সরকার থেকে এক Best Performing State Award লাভ করে ত্রিপুরা। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণের জন্য রাজ্যকে 13টি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। নীতি আয়োগের SDG (Sustainble Development Goals)-তে ত্রিপুরাতে 5টি লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে রাখা হয় এবং আরও 5টি ক্ষেত্রে সফল রূপায়ক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। 2019-এর জুলাই-এ Delta Ranking উন্নয়নের ক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান

অধিকারী হিসেবে Aspirational District ধলাইকে 10 কোটি টাকা দেওয়া হয়। এরকম আরও বহু সাফল্য রয়েছে যেগুলি আমি এখন আর উল্লেখ করছি না।

3) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সরকার পূর্ববর্তী সরকারের কাছ থেকে এক খুবই কঠিন আর্থিক পরিস্থিতি সহ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। 2017-18 অর্থবছরে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ছিলো 289 কোটি টাকা এবং 2,072 কোটি টাকা ছিলো Fiscal Deficit অর্থাৎ GSDP-এর প্রায় 5 শতাংশ যা Permissible GSDP-এর 3 শতাংশের অনেক বেশি। মোট ঋণের পরিমাণ 12,900 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন অসমাপ্ত কাজের 1,645 কোটি টাকারও বেশির জন্য দায়বদ্ধতা। সুকৌশলী আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতি সত্বেও আমাদের সরকার রাজ্যের উন্নয়নমূলক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

4) রাজ্যের প্রচেষ্টার ফলে GSDP এখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী 2019-20 অর্থবছরে রাজ্যের GSDP হতে পারে 57,353 কোটি টাকা বলে আশা করা হচ্ছে। 2018-19 বছরে GSDP-এর পরিমাণ ছিলো 50,544 কোটি টাকা এবং 2017-18 অর্থবছরে তা ছিলো 44,161 কোটি টাকা। 2019-20 অর্থবছরে Nominal Term-এ GSDP-এর প্রবৃদ্ধির হার 13.5 শতাংশ হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে RealTerm-এরাজ্যের GSDP-এর হার হচ্ছে 10 শতাংশ যা নাকি জাতীয় গড় 5 শতাংশের এবং আন্তর্জাতিক গড় 3 শতাংশের চাইতে অনেক বেশি। তেমনি Per Capita Income বেড়ে 1.27 লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে, সেখানে 2017-18 অর্থবছরে Per Capita Income ছিলো 1.00 লক্ষ টাকা। আবার Per Capita NSDP2019-20 বছরে 12.14 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নিরিখে এই বৃদ্ধির হার বেশ উল্লেখযোগ্য। এই অবস্থার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2020 সালের 8th ফেব্রুয়ারি আসামে যে মন্তব্য করেছিলেন তা মিলে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, এক সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চল শুধু গ্রহীতা হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু এখন এই অঞ্চল হচ্ছে উন্নয়নের এক চালকযন্ত্র।

5) সারা বিশ্বে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগে Corona Virus যে প্রভাব ফেলেছে তাতে বিশ্বের Global Growth এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এই অর্থবছরটি রাজ্যের কাছেও চ্যালেঞ্জের বিষয়, কেননা দুই রকমের প্রতিকূলতার কারণে। সপ্তম বেতন কমিশন (7th CPC)-এর সমস্যা এবং অর্থকমিশনের শেষ বছর সব সময়ই কঠিন হয়ে থাকে। সপ্তম বেতন কমিশন (7th CPC) অনুযায়ী সংশোধিত হারে বেতন ও পেনশন দেওয়ার কারণে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝার পরিমাণ 1,460 কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে

অনুমান করা হয়েছে। তথাপি রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য নিরলস চেষ্টা করে গেছে।

6) আমরা ত্রিপুরাকে এক কাঙ্ক্ষিত, প্রগতিশীল ও সফল ত্রিপুরা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে ত্রিপুরায় সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের জীবনমান উন্নত হবে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। এই দিশাতে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়, Tripura Infrastructure and Investment Fund Board গঠনের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলিতে আর্থিক যোগান দিতে। এখন পর্যন্ত 78টি প্রকল্পের জন্য 163.07 কোটি টাকার প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছে। রাজ্যে 30,000 কোটি টাকা মূল্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যেগুলি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তার মধ্যে 18,488 কোটি টাকার 12টি Externally Aided Projects-ও রয়েছে। তাছাড়া পঞ্চদশ অর্থকমিশনের কাছে 4,460 কোটি টাকার প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশন :

7) পঞ্চদশ অর্থ কমিশন শুধু এক বছর অর্থাৎ 2020-21-এর জন্য সুপারিশ করেছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর-এর জন্য 1 শতাংশ অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কারণে রাজ্যগুলির জন্য যে Share of Taxes থাকে তা 42 শতাংশ থেকে কমিয়ে 41 শতাংশ করা হয়েছে। রাজ্যগুলির জন্য এই Share of Taxes কমে গেছে প্রতিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দের কারণে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যগুলির মধ্যে সমানভাবে অর্থ বন্টনের নীতিতে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে এতে রাজ্য সামান্য পরিমাণে লাভবান হয়েছে। কমিশন একমাত্র চূড়ান্ত রিপোর্টেই রাজ্যভিত্তিক অর্থ প্রদানের সুপারিশ করবে যা এ বছরের শেষদিকে প্রতিফলিত হবে।

8) এখন আমি 19 টি বড় উদ্যোগ এবং প্রকল্পের উল্লেখ করতে চাই যেগুলি আমাদের সরকার এবছর হাতে নেবে।

A) Tripura State Planning Board-কে পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং নাম দেওয়া হবে "Innovation and Transformation Aayog of Tripura" (ITAT) :

জাতীয় স্তরে নীতি আয়োগ যে ধরণের কাজ করছে সেভাবে নতুন সংস্থা "Innovation and Transformation Aayog of Tripura"-কেও কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেছে। এই আয়োগের মুখ্য দায়িত্বের মধ্যে থাকবে সরকারী Action Plan-এর নজরদারি করা, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের প্রকল্প রূপায়ণের উপর নজরদারি রাখতে ও কাজের মূল্যায়ন করতে Information Technology / Data Analysis / Artificial

Intelligence ইত্যাদি ব্যবহার করা, ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে এবং এবিষয়ে পরামর্শ দান, ঋণ সরবরাহে অগ্রগতি, রাজ্য সরকারকে উন্নয়ন ক্ষেত্রের চাহিদাও অগ্রাধিকার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া, মূল্যায়ন করার জন্য গবেষণা ছাড়াও বিভিন্ন Techno Feasibility ও সহযোগিতা ইত্যাদি।

B) ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযান :

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' মূলত একটি বহু ক্ষেত্রীয় সমন্বয়মূলক প্রকল্প। এই প্রকল্পটি কন্যা সন্তান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁকে পড়াশোনায় সহায়তা দানের লক্ষ্যে এক অভিযান। বর্তমানে এই প্রকল্প একমাত্র দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় রূপায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি রূপায়ণের ফলে এই জেলায় Sex Ratio-র অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্য সরকারের অর্থে প্রকল্পটিকে রাজ্যের সবকটি জেলায় সম্প্রসারণের প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রকল্পটি বাস্তবায়ণে বছরে 70 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে, যা রাজ্য বাজেট থেকে দেওয়া হবে।

C) মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা (Chief Minister's Fasal Bima Yojana) :

চলতি ফসল বীমা যোজনাকে পুনরুজ্জীবিত ও সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করছি। 2019-20 অর্থবছরে মাত্র 36,004 জন কৃষক এই বীমা যোজনার আওতায় আসেন এবং এতে 6,194.50 হেক্টর এলাকা বীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। খুবই সীমিত এলাকা অর্থাৎ মোট শস্য ক্ষেত্রের মাত্র 2.30% বীমার আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে কিছু কিছু পরিবর্তন এনেছে। আরো বেশি সংখ্যক কৃষককে বীমার আওতায় আনার জন্য রাজ্য সরকার 'মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা' নামে একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে আসছে। এতে প্রিমিয়াম ভর্তুকী ছাড়াও কৃষকের প্রদত্ত টাকার একটা অংশ সরকার বহন করবে। এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

D) মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচি (Chief Minister's Assured Irrigation Programme) :

আগামী পাঁচ বছরে সেচের সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে 'মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচি' নামে একটি বড় কর্মসূচি শীঘ্রই চালু করা হবে। বৃষ্টির জল, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে জল থাকলেও এখন পর্যন্ত রাজ্যের 2,55,241 হেঃ চাষযোগ্য জমির মধ্যে 1.17 লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে আরো 56,000 হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যাতে সেচের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে রাজ্যের 1.73 হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচের আওতায় আনা যায়। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান উৎসগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে এবং নতুন ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠের প্রকল্পগুলিকে কাজে লাগানো হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে বিভিন্ন উৎস যেমন- PMKSY, রাজ্যের নিজস্ব

সম্পদ, RIDFএবং Externally Aided Project (EAP)ইত্যাদি। আগামী পাঁচ বছরের সেচ সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে State Irrigation Councilগঠন করেছে।

E) প্রকল্প তৈরি তহবিল (PPF) :

Tripura Infrastructure and Investment Fund Boardএর অধীন (DPR)তৈরী করার জন্য Project Preparation Fund (PPF)গঠন করা হবে। এর ফলে রাজ্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব খুব দ্রুত বিভিন্ন বহুজাতিক ও দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ভারত সরকারের কাছে পাঠানো যাবে। বড় ধরনের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যের প্রস্তুতি উন্নত হলে অর্থ মঞ্জুরি ও প্রকল্প রূপায়ণ সহজ হবে। 2020-21 অর্থবছরে Project Preparation Fundগঠনের জন্য Tripura Infrastructure and Investment Fund Board-এ 5 কোটি টাকার একটি ফান্ড তৈরী করা হবে।

F) SIPARD-এ সুপ্রশাসন কেন্দ্র :

জনগণের সাথে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক ছোট ছোট দক্ষতার সংযোগ ঘটিয়ে ত্রিপুরাতে প্রশাসনের মানোন্নয়ন ঘটাতে এবং সংস্কারমূলক কাজ হাতে নিতে SIPARD-এ Centre for GoodGovernanceগড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল অন্য রাজ্য ও দেশের Good Governance পদ্ধতিগুলিকে গবেষণা করে এখানে কাজে লাগানো, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে Citizen Centric Governance-এর বিকাশে প্রকৌশল তৈরি করা, e-Governance, উদ্ভাবন ও সরকারের মধ্যেই পরিবর্তনশীল ব্যবস্থাপনা ও Good-Governance-এর বিকাশে জরুরী বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্যোগ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাজ্য স্তরীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা, Good-Governance সম্পর্কিত সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ইত্যাদি।

G) মুখ্যমন্ত্রী মডেল গ্রাম প্রকল্প (CMMVS) :

রাজ্য সরকার আরো একটি নতুন প্রকল্প চালুর প্রস্তাব করছে। প্রকল্পটির নাম হচ্ছে ‘সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা’র আদলে "Chief Minister's Model Village Scheme (CMMVS)। প্রকল্পটি 2020-21 বছরে শুরু হবে। এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিহ্নিত গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কাউন্সিল/ ওয়ার্ড (ULB)-গুলির ইতিবাচক উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালু করা, সমস্ত অংশের জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো এবং প্রতিবেশি এলাকগুলিকেও তা অনুসরণ করতে অনুপ্রেরিত করা। প্রত্যেক বিধায়ক তার নির্বাচনী এলাকা থেকে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত/ ADCভিলেজ কাউন্সিল/ ওয়ার্ড (ULB) নির্বাচন

করবেন সেটিকে মডেল ভিলেজ/ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। BEUP সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পে যে অর্থ আসে তার মাধ্যমেইConvergence Mode-এ প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। আগামী তিন বছরে অর্থাৎ2020-21, 2021-22এবং2022-23অর্থবছরে রাজ্যের নিজস্ব ফান্ড থেকে5কোটি টাকা দেওয়া হবে60টি মডেল ভিলেজ/ ওয়ার্ডের জন্য Critical Gap Fund হিসেবে।

H) কামধেনু পার্ট-II :

কৃত্তিম প্রজননের মাধ্যমে গাভী উৎপাদনে Sex Sorted Semen হচ্ছে সর্বশেষ প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে স্ত্রী গাভী প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয়Chromosome-কেSemen-এর মধ্যে আটকে দেওয়া হয়।এই Semen-এর সাথে মিলনে90%স্ত্রী বাছুর জন্ম হয়। ফলে বেশি গাভী হলে দুগ্ধ উৎপাদনও বেশি হবে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরe-Tender-এরমাধ্যমে2020-21বছরে 3,12,000ডোজsex sorted semen সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পটি আগামী তিন বছরে বাস্তবায়িত হবে।

I) মুখ্যমন্ত্রী পোষণ অভিযান :

অপুষ্টি সমস্যার মোকাবিলায় সরকার2020-21বছরের জন্য একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ-

a) সমস্ত শিশুদের জন্য উদ্যোগ :

শিশুদের খাদ্য তালিকাকে আরো সমৃদ্ধ করতে এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়াতে প্রাতরাশের খাদ্য তালিকায় অতিরিক্ত ডিম দেওয়া হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি সম্পাহে প্রতিটি শিশুকে একটি করে অতিরিক্ত ডিম দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি শিশুকে সপ্তাহে দু'টি করে ডিম দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের জন্য প্রায় 11 কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

b) অতি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের (Severely acute malnourished) জন্য কৌশল :

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দ্বারা চিহ্নিত অতি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের অতিরিক্ত পুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। অতিরিক্ত ডিম বর্তমানে SAM শিশুদের সপ্তাহে 4টি করে ডিম দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার তা বাড়িয়ে সপ্তাহে 6টি ডিম দেওয়ার প্রস্তাব করছে। SAM শিশুদের সপ্তাহে 6দিন 20 গ্রাম করে প্রতিদিন গুড় দেওয়ার প্রস্তাব করছে। SAM শিশুদের সপ্তাহে 6দিন 200 এম এল করে প্রতিদিন দুধ দেওয়ার প্রস্তাব করছে। SAM শিশুদের জন্য প্রতি বছর 23.20 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

c) অতি অপুষ্টিতে বা মাঝারি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পরিবারের জন্য বিশেষ রেশন কার্ড :

এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অতি বা মাঝারি অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বিশেষ রেশন দেবে। 2020-21 অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে আগামী 3 বছরের জন্য তা দেওয়া হবে। বর্তমানে 464টি পরিবারে অতি অপুষ্টিতে এবং 34,000 পরিবারে মাঝারি অপুষ্টিতে ভোগা শিশু রয়েছে। এই পরিবারগুলিকে (34,464) প্রতি মাসে অতিরিক্ত রেশন দেওয়া হবে। এরমধ্যে রয়েছে প্রতি মাসে 10 কেজি চাল, প্রতি মাসে 2 কেজি আটা, প্রতি মাসে 1 কেজি মশুর ডাল এবং প্রতি মাসে 1 কেজি আয়োডিন যুক্ত লবণ। তাতে প্রতি বছর ব্যয় হবে 8.60 কোটি টাকা।

J) Refrigerated Percel Van-এর মাধ্যমে আগরতলা থেকে কলকাতা এবং দিল্লিতে উদ্যানজাত (Horticulture) পণ্য পরিবহণের পাইলট প্রজেক্ট :

এই প্রকল্পে প্রতি সপ্তাহেই একটি নির্দিষ্ট দিনে পর্যায়ক্রমে কলকাতার শিয়ালদা এবং দিল্লির জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেসে একটি Refrigerated Van যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। এজন্য রেলওয়েকে উপযুক্ত মাশুল দিয়ে Transparent Bidding Process-এর মাধ্যমে Cargo Book করার জন্য Logistics Provider অথবা Aggregator ভাড়া করতে হবে। Logistics Provider যে দামের Quotation দেবে এবং রেলওয়ে যে ভাড়া নেবে তার মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে রাজ্য সরকার তা Viability gap হিসেবে বহন করবে। এটা আশা করা হচ্ছে তাতে চাষিদের উৎপাদিত আনারস এবং সুগন্ধী লেবুর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং দিল্লি, কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গার ক্রেতাদের কাছে আরও বেশি করে আনারস পৌঁছানো সম্ভব হবে।

K) ত্রিপুরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড স্কিম :

অনেক রাজ্যই বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্যবাসীকে কেন্দ্রীয় সরকারের ধাঁচে পুরস্কার প্রদান করে। সমাজে অসামান্য অবদানের জন্য নিম্নলিখিত State Civil Awards দেওয়ার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

* ত্রিপুরা বিভূষণ সম্মান - সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য
* ত্রিপুরা ভূষণ সম্মান - সমস্ত ক্ষেত্রের জন্য
* এস ডি বর্মণ স্মৃতি সম্মান - সঙ্গীত, কলা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রের জন্য
* মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্মৃতি সম্মান - মহিলাদের জন্য
* বিজ্ঞান এবং পরিবেশকে কেন্দ্র করে কাজের ক্ষেত্রে রাজ্য পুরস্কার :

- এই পুরস্কারে নগদ অর্থের সঙ্গে স্মারক, অভিজ্ঞানপত্র এবং শাল থাকতে পারে। এই পুরস্কার প্রতি বছর পূর্ণ রাজ্য মর্যাদা প্রাপ্তির দিন (21 জানুয়ারি) দেওয়া যেতে পারে।

L) শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি :

2020-21 সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য নিম্ন উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হবে

* পুর এলাকার 100 শতাংশ বাড়ি ঘরের বর্জ্য সংগ্রহ।
* 100 শতাংশ বর্জ্য উৎপত্তিস্থল থেকে পৃথক করে দেওয়া।
* 100 শতাংশ বর্জ্য শোধন।
* 100 শতাংশ Ligacy Waste Management
* 6টি দূষিত নদীতে (বুড়ি গঙ্গা, গোমতী, হাওড়া, জুরি, খোয়াই ও মনু) যে সমস্ত নর্দমা গিয়ে মিশেছে সেগুলির পরিশোধন।

M) মৃতক সম্মান যোজনা :

আগরতলা, ধর্মনগর এবং উদয়পুরে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানো হবে মৃতদেহ সৎকারের জন্য। এই প্রকল্পের জন্য 3 কোটি টাকা ব্যয় হবে।

N) Tripura Menstrual Hygiene Scheme :

স্কুলে পড়ুয়া সমস্ত কিশোরীদের (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) জন্য নতুন রাজ্য প্রকল্পে বিনামূল্যে Sanitary Napkin দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই মুহূর্তে NHM-এর রাষ্ট্রীয় কিশোরী স্বাস্থ্য কার্যক্রম (RKSK) গ্রামাঞ্চলে 2014-15 সাল থেকে 10 থেকে 19 বছর বয়সের কিশোরীদের জন্য চালু রয়েছে। ত্রিপুরায় 20 শতাংশ গ্রামীণ কিশোরী এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। সামাজিক বাজার প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগী (গ্রামীণ কিশোরী) আশা কর্মীদের মাধ্যমে বাজার মূল্য 23 টাকার পরিবর্তে ভর্তুকি মূল্য 6 টাকা করে 6টি Sanitary Napkin-এর প্যাকেট কিনতে পারছেন। এই সুবিধাকেই সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ুয়া কিশোরীদের সমগ্র রাজ্যে বিনামূল্যে Sanitary Napkin সরবরাহ করার প্রকল্প হাতে নেবে। 1,48,824 জন স্কুলে পড়ুয়া কিশোরীদের এই সুবিধার জন্য রাজ্য সরকার 4.10 কোটি টাকা ব্যয় করবে।

O) 'মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার' - গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ পুষ্টি সহায়তা :

গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি সরবরাহের বিষয়টি আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামগ্রী সম্বলিত পোষণ কিট - প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে রোগীদের চারবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় চারবার গর্ভবতী মায়েদের দেওয়া হতে পারে। এই পোষণ কিটের মধ্যে

থাকবে চিনাবাদাম, Roasted Bengal Gram, সয়াবিন, মিক্সড ডাল, গুর, ঘি, কাজুবাদাম এবং কিসমিস। প্রতিটি কিটের মূল্য পড়বে 500 টাকা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবার পর গর্ভবতী মায়েদের তা দেওয়া হবে। এতে 40,000-র মতো মহিলা উপকৃত হবেন এবং এর জন্য প্রতি বছর 8 কোটি টাকা ব্যয় হবে।

P) রোপণের জন্য 1 টাকা মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে গাছের চারা বিতরণ :
সরকারি জায়গা ব্যতিত বাড়িঘর এবং অন্য যে কোনও জায়গায় গাছের চারা রোপণের জন্য ভর্তুকিমূল্যে প্রতি চারা 1 টাকা মূল্যে Forest Nursery থেকে গাছের চারা দেওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে একদিকে যেমন গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার মধ্য দিয়ে Bio Diversity রক্ষা হবে অন্যদিকে, তেমনি সংশ্লিষ্ট জমি মালিকদের রোজগারেরও সংস্থান হবে। বাঁশের এক একটি চারা যার বাজারমূল্য ন্যূনতম 10 টাকা, তা 1 টাকা মূল্যে সরবরাহ করা হবে।

Q) ত্রিপুরা সড়ক সুরক্ষা মিশন :
সড়ক সুরক্ষার লক্ষ্যে রাজ্যের পারফরম্যান্স আরও ভালো করার লক্ষ্যে এবং দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় অন্যান্য দপ্তর এবং এজেন্সিগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সড়ক দুর্ঘটনা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ত্রিপুরা সড়ক সুরক্ষা মিশন শুরু করেছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানোর এবং দুর্ঘটনার পর প্রাণহানির সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, চালকদের প্রশিক্ষণ, আইন প্রয়োগ, কারিগরি সমাধান ইত্যাদি বিষয়গুলি করা হবে। ত্রিপুরা সড়ক সুরক্ষা তহবিল এবং অন্যান্য তহবিল থেকে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগার করা হবে। প্রত্যেক জেলায় সড়ক সুরক্ষা সেল গড়ে তোলা হবে।

R) চিফ মিনিস্টার্স ভিলেজ স্যানিটেশন অভিযান :
প্রতি পঞ্চায়েতে একটি করে গ্রামীণ বাজারে ডাস্টবিন মজুত রাখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি অভাবনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। ONGC থেকে CSR এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বেতন থেকে পাওয়া অর্থ এই প্রকল্পে ব্যয় হবে।

S) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্লক ভিত্তিক অগ্রাধিকার :
কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত ‘এক জেলা - এক পণ্য’-এর আদলে রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে এক নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রতিটি ব্লকে কৃষি, উদ্যান, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য অথবা শিল্পের মধ্য থেকে প্রাকৃতিক সুবিধা, এলাকার সম্ভাবনার যুক্ত দিকগুলি এবং ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারণের সুবিধান নজরে রেখে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য দুটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হবে। কার্যকলাপ চিহ্নিত করতে গিয়ে উৎপাদনের

দিকে নজরে রেখে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, Backward & Forward Linkages, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদির কাজ শুরু করা হবে।

9) এখন আমি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজের সাফল্য এবং পরিকল্পনাগুলি তুলে ধরছি।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর :

10) 2022 সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে SRI পদ্ধতিতে Hybrid এবং উচ্চফলনশীল ধানচাষের এলাকার বিস্তার, জৈব পদ্ধতিতে চাষ এবং এর বাজারজাতকরণ, 100 শতাংশ কৃষককে Soil Health Card প্রদান, উচ্চফলনশীল ফসলের বীজ ডাল এবং তৈলবীজ উৎপাদন ইত্যাদি। 2018-19 অর্থবর্ষে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন 8.36 লক্ষ মেট্রিকটনের পরিপ্রেক্ষিতে 2020-21 অর্থবর্ষে 9.62 লক্ষ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। 2020-21 অর্থবর্ষে 34,775 হেক্টরে ডালজাতীয় এবং 25,000 হেক্টরে তৈলবীজ চাষ করা হবে। রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লকের চিহ্নিত মোট 58টি গ্রাম পঞ্চায়েত / ভিলেজ কমিটির সকল কৃষকদের জমির 100 শতাংশ মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। কৃষি উদ্যোগীদের প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইতিমধ্যেই 14টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র শুরু করা হয়েছে।

11) KCC প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে, অতিরিক্ত 1,12,958টি KCC প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র 2019-20 অর্থবর্ষেই ফসল ঋণ হিসেবে 150.66 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। Mission for Organic Value Chain for North-East Region (MOVCD-NER)-এর মাধ্যমে রাজ্যের 6,000 হেক্টর জমি আদা, হলুদ, সুগন্ধী চাল, আনারস ইত্যাদি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এর সাথে 341টি Cluster-এর 9,000 জন কৃষক যুক্ত রয়েছেন। ইতিমধ্যেই 2,000 হেক্টর কৃষিজমি জৈবচাষের শংসাপত্র পেয়েছে এবং আরও 4,000 কৃষি জমিকে এ ধরনের শংসাপত্র দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি-তে রাজ্যের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের 1,97,537টি Bank Account-এ 138.03 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্যান এবং ভূমি সংরক্ষণ :

12) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে 3,500 মেট্রিকটন Kew এবং Queen প্রজাতির আনারস এবং 4,000টি সুগন্ধী লেবু বহির্রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। এরমধ্যে 17 মেট্রিকটন কিউ প্রজাতির আনারস দুবাই-এ পাঠানো হয়েছে। আনারস রপ্তানির সহায়ক হিসেবে রাজ্যে 3টি Solar basedCool

Chamberস্থাপন করা হয়েছে। সারাবছরব্যাপী বাজারে আনারসকে উপলব্ধ করার জন্য 500 হেক্টর ভূমিতে কৃত্রিম পন্থায় (Staggered Manner) আনারস চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

13) সরকার কৃষকদের মধ্যে বীজ বিতরণ, উচ্চপ্রযুক্তি সম্পন্ন সব্জি বীজ, আলুবীজ এবং অন্যান্য কৃষি সামগ্রী ভর্তুকি মূল্যে প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করেছে। 15,000 সব্জি উৎপাদককে তাদের 3,000 হেক্টর জমিতে সংকরজাতীয় (Hybrid) সব্জি চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। উন্নতমানের 2 লক্ষ সব্জি বীজ, সব্জি উৎপাদকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ফুলচাষের সহায়তার জন্য, বাহারী ফুলের উৎপাদনে কৃষকদের জমিতে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় 215টি সংরক্ষিত কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। 2019-20 অর্থবর্ষে 1,200 হেক্টর জমিকে ফল এবং বাগিচা ফসলের আওতায় আনা হয়েছে। সব্জি চাষের জন্য দ্বিতীয় Centre for Excellence দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় স্থাপন করা হবে এবং 3 কোটি টাকা ব্যয়ে Integrated Pack House নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ :

14) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বছর ঘোষিত Mini Dairy Scheme ভালো ফল প্রদান করেছে। NABARD-এর ঋণের মাধ্যমে এবং রাজ্য সরকারের 100 শতাংশ সুদ ছাড়ের সহায়তায় রাজ্যের 323 জন মহিলা কৃষক Mini Dairy শুরু করতে পেরেছে। পরের বছর এই কর্মসূচিতে 1,000 জন মহিলা কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর সঙ্গে, Backyard Duck Farming Scheme-এ 1,000 জন Beneficiary-র মধ্যে 24,000Duckling বিতরণ করা হয়েছে। 178 জন মাঝারি ছাগলপালককে সহায়তা করা হয়েছে। 69টি ক্ষুদ্র ছাগলপালন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 87টি মাঝারিস্তরের এবং 55টি ক্ষুদ্র শূকর পালন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আমরা 100 শতাংশ গরু, শূকর, ছাগল এবং ভেড়ার Foot & Mouth Disease-এর (FMD) জন্য টিকাকরণ সুনিশ্চিত করেছি, Highly Yeild কামধেনু প্রকল্পে দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে 3,000টি পরিবারকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য :

15) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মৎস্য দপ্তর ‘মৎস্য মিত্র’ নামে কর্মসূচি শুরু করেছে। যারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পর গ্রামে মৎস্যচাষে সম্প্রসারক কর্মী হিসেবে কাজ করবেন। বর্তমান সময়ে প্রতি হেক্টর জলাশয়ে 2,665 কেজি মাছ উৎপাদন সহ সারা

রাজ্যে মোট 72,273 টন মাছ উৎপাদিত হয়। মাথাপিছু মাছের যোগান রয়েছে প্রায় 24.96 কেজি। রাজ্যে 42 কোটি মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়েছে যাহা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদন। চলতি অর্থবর্ষে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে 12,965 জন মাছচাষি, 330টি SHG এবং সমবায় সমিতি উপকৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত 12,999টি Pond Health Card মাছচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

16) পাইলট পর্যায়ে Organic Fish Farming-এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডম্বুর জলাশয়ে এবং অন্যান্য বড় জলাশয়গুলিতে বড়মাত্রায় খাঁচায় মাছচাষ এবং দপ্তরের হ্যাচারিগুলিতে পাবদা-পোনা উৎপাদনেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আসন্ন 2020-21 অর্থবছরে গঙ্গানগর এবং অমরপুরে আরও 2টি নতুন পাবদা হ্যাচারী শুরু হতে যাচ্ছে। IMCHatchery-এর খুব শীঘ্রই কাজকর্ম শুরু হবে। হায়দ্রাবাদের NFDB-এর সহযোগিতায় রাজ্যে প্রথমবারের মতো রাজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎসব 2019 অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ইনভেস্টর মিটও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং রেশমশিল্প :

17) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পে আমাদের এক বৈভবশালী ঐতিহ্য রয়েছে। আমরা তাঁতীদের দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক ডিজাইন সম্পর্কে সাম্যক ধারণা, Worksheds, বাজারজাতকরণের সুযোগ, রাজ্য এবং বহির্রাজ্যে Working Capital-এর জন্য সহায়তা করেছি। আমরা নতুন তুঁত বাগান সৃষ্টি এবং রেশম উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করছি। ভারত সরকারের Intensive Bivoltine Sericulture Development Project (IBSDP)-এর আওতায় সিপাহীজলা জেলার জন্য 31.11 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে এই জেলায় 4টি ব্লকের 1,100 জন Beneficiary উপকৃত হবেন।

শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যাম্বু মিশন :

18) রাজ্যে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে এবং রপ্তানি বাণিজ্যকে গতি প্রদানে সরকার সাব্রুমে Special Economic Zone (SEZ) এবং ICP স্থাপন করতে উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে ব্যবসা করার পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে Tripura Industries (Facilitation) Act, 2018-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। 30 দিনের মধ্যে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদানের জন্য Single Window Portal চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরার চা-কে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে 'ত্রিপুরেশ্বরী টি' নামে চায়ের লোগো চালু করেছে।

বর্তমানে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমেও ত্রিপুরার চা বিতরণ করা হচ্ছে। আরও দুটি সীমান্ত হাট উত্তর ত্রিপুরা জেলার রাঘনায় এবং ধলাই জেলার কমলপুরে স্থাপন করা হবে।
19) তাছাড়া বিলোনীয়া এবং খোয়াইয়ে আরও দুটি সীমান্ত হাট তৈরি করার পরিকল্পনা পাইপলাইনে রয়েছে। Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) 961টি পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেখানে 2018-19 অর্থবর্ষে স্বাবলম্বন স্কীমে 2,535টি পরিকল্পনা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত 2 বছরে নতুন 2,649টি ছোট শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তাছাড়া 49টি মাঝারি থেকে বড় মাপের শিল্পের জন্য TIDC-এর পক্ষ থেকে Land / Shed দেওয়া হয়েছে। যারফলে 191 কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে এবং 2,730 জনের কর্মসংস্থান করা যাবে।
20) TIDC Ltd-এর অধীন শিল্পাঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে Asian Development Bank (ADB) থেকে বাহ্যিকভাবে সহায়তার জন্য 406.70 কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন (Skill Development) :
21) আমাদের সরকার যুবক যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে যাতে তারা ভালো চাকরি পাবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা অথবা অন্যান্য স্কীমে প্রতিবছর 10 হাজার জনকে দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। Asian Development Bank-এর আর্থিক সহযোগিতায় চলা প্রকল্প Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Programme (SANKALP)-এর মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের মধ্যে সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং স্ব-উদ্যোগীর উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

পর্যটন :
22) রাজ্যের পর্যটনের সম্ভাবনা সাজিয়ে তুলতে আমাদের সরকার নিউ ট্যুরিজম পলিসি-2020-25 ঘোষণা করেছে। ছবিমুড়া, জম্পুই হিল, ঊনকোটি এবং এ ধরণের পর্যটন কেন্দ্রগুলির জন্য InovativeConducted Tour পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলি আরও আরামদায়ক করতে ‘Swadesh Darshan Project-II’ এর মাধ্যমে 65 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এই প্রকল্প মঞ্জুর করেছে। মাতাবাড়ির উন্নয়নে একটি Integrated Master Plan তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উদয়পুর 51 শক্তিপীঠের প্রতিকৃতি তৈরি করা হবে। চা পর্যটনের বিকাশে রাজ্য সরকার চা বাগানের 5 শতাংশ পর্যন্ত এলাকা (সর্বোচ্চ সীমা হবে 20 একর) পর্যটনের বিকাশে কাজে লাগানো প্রস্তাব করেছে।

23) রাজ্যের পর্যটনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত করতে Asian Development Bank-এর সহায়তায় 500 কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে।

বন :

24)JICA-র অর্থে Sustainable Catchment Forest Management in Tripura (SCATFORM) নামে প্রায় 1000 কোটি টাকার একটি প্রকল্প রূপায়ণ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই ধলাই এবং উত্তর জেলায় একটি অংশে Climate Resilience of Forest Landscape প্রকল্প শুরু করা হবে। Indo-German Development Co-operation (IGDC) Project-এর মাধ্যমে 245 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাঁশ এবং অন্যান্য প্রজাতির গাছ লাগানোর মাধ্যমে 3818 হেক্টর পরিত্যক্ত বনভূমিতে বনায়ন করার কাজ শুরু হয়েছিল। তাতে 10 লক্ষ Mandays সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক কোটিরও বেশি বাঁশের চারা করা হয়েছে। Roadside Beautification & Plantation of Tripura (RBPT) প্রকল্পে 97 কিলোমিটার জাতীয় সড়কের পাশে 33,680শোভাবর্ধক এবং ফল গাছের চারা লাগানো হয়েছে।

25) Eco-Tourism-কে উৎসাহ দিতে সিপাহীজলায় Zoological Park এবং তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে Butterfly Park-এর পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। আঠারমুড়ায় হাতি সংরক্ষণ এলাকা/ অভয়ারণ্য, খোয়াই জেলার আশেপাশে White Rumped Vulture (শকুন) এবং Himalayan Vulture-এর প্রজননের জন্য সংরক্ষিত এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া/ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ধনেশ পাখির সংরক্ষণের জন্য এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরাতে এই প্রথমবার Hornbill উৎসব করা হয়েছে।

26) মিশন SARTHAK রূপায়ণের জন্য 1630.50কোটি টাকার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পূর্ত (জল সম্পদ) :

27)67.49কোটি টাকা ব্যয়ে 10.480কিলোমিটার এলাকায় ভূমি ধ্বস আটকানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে 3.425কিলোমিটার এলাকায় কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। 7.055কিলোমিটার এলাকায় কাজ চলছে।

28) রাজ্যের বিভিন্ন নদী, ছড়ার পাড়ের অসুরক্ষিত জায়গায় 47.03কিলোমিটার নতুন বাধ তৈরী করা, 154.41কিলোমিটার বাধ উচু ও শক্তিশালী করা, 14.62কিলোমিটার

বন্যা নিয়ন্ত্রণ/ভূমিধ্বস মোকাবিলার কাজ করতে 1,405.70 কোটি টাকার একটি প্রস্তাব ADB-এর কাছে পাঠানো হয়েছে।

পূর্ত (পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান) :

29) সদস্যগণ অবগত আছেন যে, প্রত্যেক বাড়িতে বিনামূল্যে পানীয়জল পৌঁছে দিতে 2018 সালের নভেম্বর মাসে Atal Jaldhara Mission শুরু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পে চলতি অর্থ বছরে 58,136 (গ্রামীণ 53,330 এবং শহরাঞ্চল 4,806) বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। 2012 সালে Baseline সমীক্ষায় যে 1,44,697 পরিবার বাদ পরেছিল তাদের শৌচালয় করে দেওয়া হচ্ছে। 2020-21 আর্থিক বছরে Solid & Liquid Waste Management এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ করার কাজ হাতে নেওয়া হবে। নতুন 200টি সামাজিক শৌচালয় (Community Sanitary Complex) তৈরি করার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

30) গ্রামীণ এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য 1,519.55কোটি টাকার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

পূর্ত (রোডস এন্ড ব্রীজেস) :

31) আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, 2019 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত 8,132 টি যোগাযোগহীন জনবসতির মধ্যে 7,438টি জনবসতির সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। 308টি জনবসতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ চলছে। কয়েকশো কিলোমিটার জাতীয় সড়ক আরও উন্নত করতে 8,203 কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের জানাতে পেরে আনন্দিত PMGSY-II-তে 307 কিলোমিটার সড়কের উন্নতিকরণের জন্য ইতিমধ্যেই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। PMGSY-IIIতে 775 কিলিমিটার রাস্তার DPRতৈরির কাজ চলছে।

32) রাজ্য সড়কগুলির উন্নতি এবং প্রশস্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ :

33) ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নতিকরণে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। World Bank-এর অর্থে 1,372.20 কোটি টাকা ব্যয়ে North-Eastern Regional Power System Improvement Project (NERPSIP), 316.22 কোটি টাকা ব্যয়ে IPDS, 74.12 কোটি টাকা ব্যয়ে দিন দয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা (DDUGJU),

417.53 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলী হর ঘর যোজনা (Saubhagya) এবং 358.64 কোটি টাকা ব্যয়ে DDUGJY (Phase-II) প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজ চলছে।

34)ADB-এর অর্থানুকূল্যে 1,925.68 কোটি টাকার Tripura Power Generation Upgradation & Distribution Reliability Improvement Project রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আরও ভাল কাজের জন্য Smart Prepaid Meter বসানোর কাজ চলছে।

পরিবহণ দপ্তর :

35) অধ্যক্ষ মহোদয়, গত দুই বছরে রাজ্যে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন 19টি Flight আগরতলার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শহরের যোগাযোগ স্থাপন করেছে। 2019-20 সালে দু'টি Demu Train পরিষেবা চালু করা হয়েছে। 2019-20 সালে তিনটি রুটে City Bus সার্ভিস চালু করা হয়েছে। রাজ্যে পর্যটনের বিকাশে ভবিষ্যতে নারকেলকুঞ্জে একটি হ্যালিপেড এবং উদয়পুরের রাজারবাগে একটি Bus-Port স্থাপন করতে চলেছে। সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর LCS-এ একটি অস্থায়ী Jetty তৈরি করা হবে। রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে। চট্টগ্রাম এবং মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য - SoP সাক্ষরিত হয়েছে। ফেনী নদীর উপর সেতু তৈরীর কাজ অব্যাহত আছে। নির্ধারিত সময়েই আগরতলা আখাউড়া রেল সংযোগ নির্মাণের কাজ শেষ হবে। বিমানবন্দরে নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে।

খাদ্য ও জনসংভরণ :

36) এবছর রবি মরসুমে 8,623 জন কৃষকের কাছ থেকে 16,870 মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। তাতে কৃষকগণ 48 কোটি টাকা পেয়েছেন। খারিফ মরসুমে 30000 মেট্রিকটন ধান কেনার লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনায় (PMUY) 9.15 লক্ষ পরিবারের মধ্যে 8.30 লক্ষ পরিবারে LPG সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সাফল্যের হার 91 শতাংশ। 2019 এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত গণবন্টন ব্যবস্থায় Aadhaar সংযুক্তিকরণের হার 95 শতাংশের বেশী হয়েছে। যে কোনও রেশন দোকান থেকে রেশন তোলার জন্য Interstate Portability ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর :

37) সদস্য-সদস্যারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, AGMC ও GBP হাসপাতালের নতুন Super SpecialityDepartment-এ Urology, Plastic Surgery & Neuro SurgerySuper Specialist চিকিৎসকদের পরিষেবা পাওয়া যাবে। বর্তমানে (Cardio Thorasic Vascular Surgery) Consultant সহ Cathlab-এর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ABV রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের লিন্যাক ব্লকে এবং বিভিন্ন জেলা

হাসপাতালগুলিতে Trauma Care (Level-III) পরিষেবা খুব শীঘ্রই চালু করা হবে। State Cancer Institute এবং AGMC ও G.B. পন্থ হাসপাতালের নতুন টিচিং হসপিটল-ব্লক-II চালু করা হয়েছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে এই প্রথম রাজ্য সরকার একজন Neuro Surgeon নিয়োগ করেছে এবং গত কয়েক মাসে 159টি Surgical Operation হয়েছে। এ বছর (2019-20) আগরতলা Government Medical College-এ Post Graduation-এর আসন সংখ্যা 38 (আটত্রিশ)টি বাড়ানো হয়েছে ফলে AGMC-তে মোট আসন সংখ্যা হয়েছে 63টি। AGMC কে MBBS কোর্সের জন্য 25 (পঁচিশ)টি অতিরিক্ত আসন দেওয়া হয়েছে।

38) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার খোয়াই জেলার অন্তর্গত চাম্পাহাউর-এ 10 শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করেছে। কুমারঘাট, পানিসাগর এবং করবুকের তিনটি Community Health Centre-কে মহকুমা হাসপাতালে উন্নীতকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। সাব্রুমে 100 শয্যাবিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতালের নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। সব উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে 2020-21 বছরে Health & Wellness Centre-এ রূপান্তরিত করা হবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা লাভে 20.56 লক্ষ জন উপকৃত হবেন এবং ইতিমধ্যেই 9.12 লক্ষ e-Card বন্টন করা হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন :

39)MGNREGA-প্রকল্পের আওতায় 11ই মার্চ, 2020 পর্যন্ত 747.52 কোটি টাকা ব্যয়ে 56.20 গড় শ্রমদিবস হিসেবে মোট 3.16 কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে যা কিনা 2017-18 বছরের তুলনায় 74 শতাংশ বেশি। Aspirational District হিসাবে ধলাই জেলাতে 2019-20 সালে 82.59 গড় শ্রমদিবস হিসেবে মোট 66.83 লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। 2018-19 সালে পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে Good Governance বাস্তবায়নের নিরিখে ভারত সরকার আমাদের রাজ্যেকে প্রথম স্থানের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

40) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-PMAY (গ্রামীণ)-র আওতায় 2016-19 অর্থবছরে মোট 24,989টি গৃহনির্মাণের লক্ষ্যামাত্রা ছিল, যেখানে কেবলমাত্র 2019-20 অর্থবছরেই Saturation ভিত্তিতে 28,838টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। 2018-19 সালে পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করার নিরিখে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। Transformation of Aspirational Block Programme (TABP) নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। 2018-19 অর্থবছরে Institution Building Capacity Building(IBCB) বাস্তবায়নের জন্য Tripura Rural Livelihood Mission উল্লেখযোগ্য অবদানের খেতাব অর্জন করেছে। 2018-19 সালে DDU-GKYপ্রকল্প

বাস্তবায়ণের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট অবদানের জন্য ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

পঞ্চায়েত :

41) মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, এটা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতি, নোয়াবাড়ি এবং কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত আঠারোভোলা ভিলেজ কমিটিকে দিল্লীতে দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সশক্তিকরণ পুরস্কার (DDUPSP)-2019 এ পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়াও, খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত মধ্য সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে নানাজী দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার (NDRGGSP)-2019 এবং মাতাবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে Child Friendly গ্রাম পঞ্চায়েত পুরস্কার (CFGPA)-2019 এ পুরস্কৃত করা হয়েছে।

42) পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল (PDF) এর আওতায় 45.27 কোটি টাকা এবং চতুর্দশ অর্থকমিশনের আওতায় প্রাথমিক অনুদান হিসেব এখন পর্যন্ত 90.63 কোটি টাকা চলতি বছরে গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাসমূহকে মৌলিক পরিষেবা প্রদান এবং উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে 7,90,810 শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে।

নগর উন্নয়ন :

43) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা- PMAY (শহর) রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে অগ্রগামী রাজ্য হিসেবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পার্বত্য রাজ্যগুলির বিভাগে সর্বোৎকৃষ্ট রাজ্য এবং সার্বিকভাবে তামিলনাড়ুর পর দেশের দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট রাজ্য হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আগরতলার গোলচক্করে Integrated Check Post (ICP)-এর নিকট লাইট হাউস প্রকল্পে এক হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। Tripura Urban Development Agency (TUDA) নন্দননগর, কুঞ্জবন এবং কামানচৌমুহনীর নিকট তিনটি টাউনশিপের উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে।

44) আমরুত (AMRUT) প্রকল্পের আওতায় 137.59 কোটি টাকার একটি প্রকল্পে পঞ্চমুখ এবং ঊষাবাজারে পানীয় জল পরিশোধনের প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। 2000 কোটি টাকার Smart City প্রকল্প যার মধ্যে 500 কোটি টাকার External Funding রয়েছে, এর অধিকাংশ কাজের টেন্ডার করা হয়েছে এবং সেগুলির রূপায়ণ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

45) 7টি জেলা সদরের জন্য 1650.84 লক্ষ টাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের Project Readiness Funding ইতিমধ্যেই যুক্ত করা হয়েছে এবং কাজ এগিয়ে চলছে।

46) আগরতলা পুরনিগম এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে 1,342.64 কোটি টাকার অপর একটি Externally Aided প্রকল্পের অর্থ মঞ্জুরি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

তপশিলি জনজাতি/তপশিলি জাতি/অন্যান্য পশ্চাদপদ জাতি ও সংখ্যালঘু কল্যাণ :

47) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ছাত্রছাত্রী যেন Drop-Out না হয় সেদিকটি সুনিশ্চিত করতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে Boarding House-এর সুবিধা, Stipend &Scholarship, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক এবং Merit Award প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পেশাগত কোর্স যেমন-GNM, প্যারামেডিক্যাল, B.ED ও D.El. Ed এবং UPSC পরীক্ষায় কোচিং-এর জন্যও Sponsor করা হচ্ছে। তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতি/অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষালাভের সহায়তাকল্পে এক লক্ষ টাকার একটি নতুন প্রকল্প ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতি সহ আদিম জনগোষ্ঠী / সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীভুক্ত পরিবারসমূহকে বিভিন্ন রোজগার সৃষ্টিকারী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

জনজাতি কল্যাণ :

48) Minor Forest Produce (MFP) সংগ্রহকারী ও শিল্পীদের মধ্যে উদ্যোগ-এর প্রসারের লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 11 জানুয়ারি 2020 তারিখ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী বনধন যোজনার সূচনা করেন। কিল্লার দশরথ দেব মেমোরিয়্যাল ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলে একটি নতুন Eklavya Model Day BoardingSchool চালু করা হয়েছে। এই স্কুলটির এবং 6টি অন্যান্য আবাসিক স্কুলের নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে। শিলং-এ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষারত জনজাতি ছাত্রদের জন্য 100 শয্যাবিশিষ্ট Boys' Hostel স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনটি ST Boys' & Girls College Hostel গন্ডাছড়া, ফটিকরায় এবং আগরতলার মহাবিদ্যালয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য 3টি ST Boys' & Girls College Hostel নির্মাণ করা হবে।

49) সংবিধানের পুনরায় সংশোধনের (125 তম) Bill জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ADC এলাকাকে আরও শক্তিশালী করার যে দাবি উঠেছে সেই দাবির নিরীখে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। দাবিগুলি হচ্ছে- (i) আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা, (ii) কিছু কিছু গ্রামকে নিয়ে Block Council গঠন করা (iii) Counsil-এ যাতে আইন প্রণয়ণ করতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা (iv) জমি ও সম্পত্তি

হস্তান্তরের জন্য আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি। অর্থ কমিশনের দেওয়া GrantsADC এলাকায় দেওয়ার জন্য যে দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল শেষ পর্যন্ত Fifteenth Finance Commisson-এর অন্তর্বর্তী সুপারিশ অনুযায়ী সেই দাবি মানা হয়েছে।

50) জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে ADC এলাকার জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয় দেখাশোনার জন্য যে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির বিবেচনার জন্য 8,802.74 কোটি টাকার 59টি প্রকল্পের একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে আগরতলা বিমান বন্দরের নামকরণ করা হয়েছে এবং তার জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গড়িয়া পূজা উপলক্ষে অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা হয়েছে। এটা দেখে ভালো লাগছে যে সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে 'রিসা' ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার সবাইকে গর্বিত করছে।

জনজাতি গবেষণা ও ককবরক অধিকার :

51) লেম্বুছড়াতে মিউজিয়াম সহ TR & CI-এর একটি নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণ, বাদ্যযন্ত্রেরGallery ও Food Courtনির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। 2019-20অর্থবছরেTR & CI দ্বারাReaserch Projects & Evolution Studies-এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং গবেষকদের দ্বারা সম্পন্নও করা হয়েছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের শিল্পী/ব্যক্তিত্ব ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের খাদ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে Documentary নির্মাণের কাজেওTRI Sponsor করেছে। রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে State & District-LevelSafeguards Implementation Committeeগঠন করা হয়েছে।

তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর :

52) 2019-20 সালে 466.40 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 53টি বিদ্যালয়ে ICT (Computer Lab) স্থাপন করা হচ্ছে। 2019-20 এবং 2020-21 সালে গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 30টি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে 12.00 কোটি টাকা পাওয়া যাবে এবং দপ্তরের অন্যান্য প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে।

সংখ্যালঘু কল্যাণ :

53) প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রমের আওতায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বেশ কয়েকটি পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 662টি প্রজেক্টের জন্য 48.4850 কোটি টাকার একটি প্রস্তাব মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। 2019-20 সালে 106 জন পুণ্যার্থী হজযাত্রা করেছেন যার মধ্যে 37 জন ছিলেন মহিলা।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা :

54) শিশু ও মহিলাদের অপুষ্টি, শারীরিক বৃদ্ধি না হওয়া, রক্তাল্পতার মতো বিষয়গুলি মোকাবিলার জন্য POSHAN ABHIYAN-এর আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। POSHAN ABHIYAN-এর যথাযথভাবে রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য 9,911 অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সব কয়টির ক্ষেত্রেই CAS Software ব্যবহার করে Digital Monitoring করা হবে। ওজন কম এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যার আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে 45 হাজারেরও বেশি অন্তঃসত্বা এবং নার্সিং মাদারকে Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana-এর (PMMVY) আওতায় আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। মহিলা শক্তিকেন্দ্র প্রকল্পে ধলাই জেলায় 1200 মহিলা স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হচ্ছে।

শিক্ষা :

55)NCERTCurriculum চালু করা, রাজ্যব্যাপী শিক্ষক অভিভাবক বৈঠক করা, সমস্ত ক্লাসের জন্য কেন্দ্রীয়স্তরে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু, ‘No Detention Policy’ দূর করে শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধন করা, স্কুলের সময়ের অভিন্নতা আনা, বিভিন্ন বিদ্যালয়কে CBSE-র অনুমোদনের আওতায় আনা, কলেজগুলির জন্য NAAC-এর অনুমোদন আনা, প্রাক বিদ্যালয় শিক্ষা, Vocational Education, মাদ্রাসা স্কুলগুলিকে সহায়তা এবং আরও অনেক সব মিলিয়ে 24টির বেশি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তযুক্ত শিক্ষার সংস্কার রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে গুণগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পর্যায়ের Online Monitoring, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাজিরা ও তাদের বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য স্কুলের Management System ‘শিক্ষা দর্পণ’ খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে।

56) শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে এমন 1,80,000 ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার মান যথাযথ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে নতুন দিশা প্রকল্পে তাদের পাঠদান করা হচ্ছে। পরীক্ষায় দারুণ ফল করার জন্য 2019 সালের 25 অক্টোবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 92 জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে Apple I-Pad দিয়েছেন। নতুন সুপার 30 প্রোগ্রামের আওতায় দ্বাদশ শ্রেণীর সেরা পারফরমারদের JEE / NEET ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বিখ্যাত কোচিং সেন্টারগুলিতে স্পনসর করা হবে। Civil Services Examination-এ বসতে চান এমন আগ্রহীদের উৎসাহিত করার জন্য 1.30 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা সম্বলিত নতুন স্কীম ‘লক্ষ্য’ চালু করা

হয়েছে। সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া :

57) 65তম জাতীয় স্কুল ক্রীড়া 2019-20-তে আমাদের ছেলেমেয়েরা রাজ্যের হয়ে জিমন্যাস্টিক্স, জুডো এবং অ্যাথলেটিক্সে 5টি স্বর্ণ, 5টি রৌপ্য এবং 6টি ব্রোঞ্জ পদক জেতে। অনূর্ধ্ব 17 ছেলেদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা স্বর্ণপদক পায়। হরিয়ানার কার্নালে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা 2টি স্বর্ণ এবং 2টি রৌপ্য পদক জেতে।

58) রাজ্যের বিস্ময় দাবাড়ু আর্শিয়া দাস 2019 সালের জুন মাসে উজবেকিস্তানে আয়োজিত এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় একটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য পদক ও রায়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ইয়থ গেমসে প্রিয়াঙ্কা দাসগুপ্তা জিমন্যাস্টিক্সে 4টি স্বর্ণপদক এবং অস্মিতা দে জুডোতে 1টি রৌপ্য পদক পেয়েছে। 2019-20 সালে ক্রীড়া পরিকাঠামোয় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। এরমধ্যে রয়েছে বাধারঘাটের DDSSC-তে 3টি Synthetic Tennis Court স্থাপন, উদয়পুরে Synthetic Footbal Turf চালু, সাধারণ মানুষ, স্পোর্টস হোস্টেল এবং যুব আবাসের জন্য ‘Open Gyms’ স্থাপন। রাজ্যে খেলাধূলার বিকাশের লক্ষ্যে 1,134টি ক্লাবকে 7,000 টাকা মূল্যের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি :

59)e-Office, CM Dashboard, Sparrow, Task Management System, e-Dak, Panchayat Monitoring System, e-Stamping-এর মতো বিভিন্ন বিষয় ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার তথ্য, প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। পঞ্চায়েত পর্যায় থেকে কাজের খতিয়ান পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন কাজের তদারকির ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে পঞ্চায়েত মনিটরিং সিস্টেম এক অভাবনীয় মাধ্যম। ডিজিটাল সেবা (e-District) Online Service Delivery Platform বিভিন্ন দপ্তরের চব্বিশটি পরিষেবা ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে যা সাধারণ মানুষের কাজে আসছে। এই পরিষেবা আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং ‘Digi-T App’ চালু হয়েছে। আমি এই মহতি সভায় আপনাদের জানাতে পেরে খুশি হচ্ছি যে, উদ্ভাবনীমূলক এবং উদ্যোগী পরিবেশকে গড়ে তুলতে নতুন IT / ITeS Start-Up স্কিম চালু করা হয়েছে ও নতুন উদ্যোগগুলিতে উৎসাহিত করতে ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল BPO প্রকল্পে 101 আসন বিশিষ্ট একটি BPO ইউনিট খুব শীঘ্রই আগরতলায় গড়ে তোলা হবে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ :

60) সদস্যরা এটা জানতে পেরে খুশি হবেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের জলকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ভারত সরকারের Department of Space-এর সহযোগিতায় Tripura Space Application Centre (TSAC) রাজ্যের জন্য Ground Water Prospect& Quality Map তৈরি করেছে। উদয়পুরে Sub-Regional Science Centre উদ্বোধন খুব শীঘ্রই হতে চলেছে। রাজ্যে Women Technology Park স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে যা রাজ্যের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সময় ধরে আগরতলার Air Quality Index (AQI) মেপে দেখার জন্য সম্প্রতি আগরতলায় Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) স্থাপন করা হয়েছে। সুকান্ত একাডেমি এবং রাধানগর বাস স্ট্যান্ডে AQIDisplay Screen বসানো হচ্ছে।

আইন দপ্তর :

61) Protection of Children from Sexual Offences (POCSO)2012-র আওতায় আগরতলায় একটি বিশেষ কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। মহিলা এবং শিশুদের উপর নির্যাতনের বিষয়গুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আগরতলা এবং কৈলাসহরে দুটি নতুন Fast Track Special Court স্থাপন করা হয়েছে। সোনামুড়া, ধলাই এবং খোয়াই-এ পৃথক পারিবারিক আদালত স্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি নতুন আদালত ভবন নির্মাণের পাশাপাশি নরসিংগড়ে 23.33 কোটি টাকা ব্যয়ে Tripura Juditial Academy-এর নির্মাণ কাজ আগামী অর্থবর্ষে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র :

62) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Multi-stakeholder Emergency Responce Support System (ERSS)-র উদ্বোধন করেছেন যার মধ্যে আর্ট Control Room, Toll-FreeHelpline Number112 এবং GPS Fitted Vehicle-এর সুবিধা রয়েছে। ত্রিপুরাকে 'Drug Free' অথবা নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। রেকর্ড সংখ্যক (791) NDPS কেস নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং 1,353 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সুবিধাযুক্ত Cyber Forensic Training Lab স্থাপন করা হচ্ছে এবং এটি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। 2টি ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়নে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে। যাতে 1,350 জন Riflemen (General Duty) এবং 138

জন Riflemen (Tradesmen) থাকবে। যেহেতু কিছু ব্যাটেলিয়নকে রাজ্যের বাইরে নিযুক্ত করা শুরু হয়েছে, তাতে রাজ্যে আরও IR ব্যাটেলিয়ন গঠনের সুযোগ তৈরি হবে। মোটরসাইকেল সহযোগে Beat Constable পদ্ধতি চালু রাজ্যে অপরাধ দমনে ইতিমধ্যেই ভালো সাড়া পাওয়া গেছে।

63) আধুনিক সুযোগ সুবিধা যুক্ত করে বাধারঘাটের Fire Service Training স্কুলটিকে Upgrade করা এবং আমবাসা ও মনুঘাটে ফায়ার স্টেশনের পাকা ভবন নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তর :

64) স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি তিন বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং 2030 সালের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্প্রতি পরবর্তী তিনবছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল স্থির করে একটি তিনবর্ষীয় Governance Action Plan-ও তৈরি করা হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে (BEUP) 2019-20 বছর থেকে বরাদ্দ অর্থ 35 লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 50 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। 2019-20বছরে ডোনার মন্ত্রক তিনটি প্রকল্পের জন্যNESIDS-এর অধীনে164.83কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। নীতি আয়োগের অধীনে5টি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল : চা, বাঁশ, পর্যটন, ডেয়ারী এবং মৎস্য। মৎস্য ক্ষেত্রের জন্য5বর্ষীয় একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির জন্যেও পরিকল্পনা তেরী করা হচ্ছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর :

65)শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যে ললিত কলা একাডেমী স্থাপনের। পাশাপাশি Satyajit Ray Film Institute-এর একটি সম্প্রসারিত ক্যাম্পাস স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া একটি বহুমুখী কালচারেল হাব গড়ে তোলা হবে যেখানে এক ছাদের নীচে থাকবে সঙ্গীত নাটক একাডেমী, সাহিত্য একাডেমী, ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা। গত বছর তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর রাজ্য ও জেলাস্তরে বইমেলা, Painting Workshop ও প্রদর্শনী সহ646টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও90টি সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করেছে। শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যে মহাত্মা গান্ধীর150তম জন্মবার্ষিকী ও উদযাপন করা হয়েছে।

রাজস্ব দপ্তর :

66)রিয়াং (Bru)সংগঠনের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে রিয়াং (Bru)উদ্বাস্তুদের দীর্ঘদিনের মানবিক সমস্যার সমাধান হয়েছে, এখন তারা ত্রিপুরাতেই স্থায়ীভাবে থাকতে পরবেন। এই চুক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কাজ এগিয়ে চলেছে। পানিসাগর, জম্পুইজলা এবং করবুকে সাব রেজিস্ট্রি অফিস চালু হয়েছে।Registration Fee অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে।"Aapda Mitra" কর্মসূচির অধীনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা200স্বেচ্ছাসেবীকে আপৎকালীন সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায়80টি নতুন মোটর বোট ক্রয় করা হয়েছে।

শ্রম দপ্তর :

67) প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মান-ধন যোজনায় (PM-SYM) অসংগঠিত ক্ষেত্রের বয়স্ক শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায়22,458জন অসংগঠিত শ্রমিকের নাম নথীভূক্ত করা হয়েছে। আমি আনন্দের সাথে এই সভায় জানাচ্ছি যে এই যোজনা রূপায়ণে রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থানে এবং দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ব্যবসায়ী এবং স্ব-রোজগারীদের (NPS-Traders) জন্য জাতীয় পেনশন প্রকল্পে 358 জন Beneficiary-এর নাম নথিভুক্ত হয়েছেন। শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ধর্মনগর, আমবাসা, বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুরে ESIDispensaries স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও ESI বছরে ঊনকোটি, খোয়াই ও দক্ষিণ জেলায় সম্প্রসারিত হবে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন শ্রম আইনের অন্তর্গত রেজিস্টার রাখার ক্ষেত্রে সরলীকরণ করে 36টি ফর্মের জায়গায় 12টি ফর্ম করেছে। নতুন পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্যে ব্যবসা সহজতর করার ক্ষেত্রে Single Window System চালু করা হচ্ছে। 6টি শ্রম আইনের বিষয়ে Online Registration-এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং অন্যগুলির ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। Tripura Shops & Establishment Act, 1970 সংশোধন করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। Inspector Raj-এর যুগ এখন অতীত।

সমবায় দপ্তর :

68)2020 সালের 31 মার্চের মধ্যে সমবায় দপ্তর রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ADC ভিলেজে ন্যূনতম একটি করে সমবায় সমিতি গড়ে তুলবে। ইতিমধ্যেই 2019-20 অর্থবছরে 217টি মৎস্য সমবায় সমিতি এবং 213টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি সহ 848টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। নতুন সমবায় সমিতি গঠনের সুবিধার্থে Online Registration পদ্ধতি চালু করা হবে। Integrated Co-operative Development Project (ICDP)-এর অধীনে উত্তর, ঊনকোটি ও ধলাই জেলায় 494টি সমবায় সমিতিকে পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং পরিকল্পিত সম্প্রসারণের

জন্য Margin Money দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য National Co-operative Development Corporation (NCDC) রাজ্যের 5টি Co-operative সোসাইটিকে আঞ্চলিক পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে।

কর্মসংস্থান :

69) আমাদের সরকার বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সুবিধা তৈরী করতে চেষ্টা করছে। 2019-20 বর্ষে 19টি চাকুরী মেলা এখন পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে। যাতে 7,000 এর বেশি কর্মপ্রার্থী অংশ নিয়েছেন এবং এই মেলা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বড় সংখ্যক কর্মপ্রার্থীদের সহায়তা করেছে। এখন পর্যন্ত 100টির বেশি Career Counselling এবং 28টি Career Exhibition Programme করা হয়েছে। 2020-21 বছরেও রাজ্যের 16টি অনুরূপ চাকুরী মেলার 8টি জেলায় আয়োজন করা হবে। রাজ্য সরকার 2018-19 এবং 2019-20 অর্থবছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে **9,000** সরকারি পদে লোক নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে যা খুব অল্প সময়ে নিয়োগ করা হবে। ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিরাট সংখ্যক কর্মসংস্থানের দিগন্ত খুলেছে।

অর্থ দপ্তর :

70) HRMS (Human Resource Management System)-কে (Treasury Payment System (CTOS) ও NSDL-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আমরা ট্রেজারি সিস্টেমকে National Scholarship Portal (NSP)-এর সাথেও যুক্ত করেছি। ফলে DBT-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কলারশিপের টাকা সময়মতো বন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আমরা ট্রেজারিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অনলাইন করার লক্ষ্যে Digital Bill ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করছি। Electronic Service Book Register (e-Service Book)-ও এবছর চালু করা হবে। সরকারি মালপত্র কেনার ক্ষেত্রে GeM (Government e-Market Place)-এবং e-Tendering-এ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পোর্টালে মালপত্র কেনার জন্য 8,334টি Tender Upload করা হয়েছে যার মূল্য 10,085.75 কোটি টাকা।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থ বন্টন :

71) 2019 সালের ডিসেম্বর-এর হিসেবে রাজ্যের Credit Deposit Ratio (CDR) হচ্ছে 56 শতাংশ যা 2017-18 অর্থবছরে ছিলো 48 শতাংশ। মুদ্রা প্রকল্প কমবয়সী উদ্যোগীদের মধ্যে প্রত্যয়কে দৃঢ় করতে সাহায্য করছে। 1,87,802 জন বেকার যুবক-যুবতীকে মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ছিলো 826.15 কোটি টাকা।

কর ও শুল্ক :

72) আমাদের কাছে একটা বড় সন্তোষজনক বিষয় হচ্ছে গত দু'বছর যাবৎ রাজ্য 23% বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সেজন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন GST কর-এর পরিধি প্রায় 50% বাড়ানো হয়েছে, কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করতে ও সঠিকভাবে কর সংগ্রহের জন্য Tax Intelligence Unit গঠন করা, কর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারীদের সহায়তা ও পরামর্শদান, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ইত্যাদি হাতে নেওয়া হয়েছে। পেট্রোপণ্য ও মদের উপর সরকার উপযুক্ত হারে VAT বসিয়েছে এবং Tripura Road Development Cess ও Tripura Electricity Duty চালু করেছে।

73) পেশা কর প্রদানের জন্য একটি Online Portal চালু করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কর প্রদানও শুরু হয়েছে। ফলে সরকারি কর্মচারি ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীদের কর প্রদান 16% বৃদ্ধি পেয়েছে। আবগারি শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন MRP ভিত্তিক Advalorem Excise Duty, দেশীয় মদের উপর শুল্ক নীতি, দোকান সংক্রান্ত সঠিক শুল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। কর প্রদান সহজ করতে Exice Duty, Professional Tax ও Cess ইত্যাদি e-GRAS-এর মাধ্যমে আদায় শুরু হয়েছে।

২০২০-২১-এর বাজেট বরাদ্দ

74) তবুও 2020-21 বছরের বাজেটে কোনও নতুন কর-এর প্রস্তাব রাখা হয়নি। 2020-21 অর্থবছরের কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা হবে মূলত: উপযুক্ত কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।

75) এখন আমি 2020-21-এর বাজেটে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরছি। 2020-21-এর বাজেটে রাজ্যের নিজস্ব কর বাবদ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ 2,439 কোটি টাকা ধরা হয়েছে, যা নাকি 2019-20 অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় 11.61 শতাংশ বেশি। 2019-20 অর্থবছরের বাজেটে রাজ্যের কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ 302.00 কোটি টাকা ধরা হয়েছে। 2019-20-এর সংশোধিত 11,256.83 কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের নিরিখে এই বাজেটে কেন্দ্র সরকার থেকে মোট প্রাপ্তির (কেন্দ্রীয় করের অংশ এবং ডেফিসিট গ্রান্ট মিলিয়ে) 14,270.19 কোটি টাকা ধরা হয়েছে। 2020-21 অর্থবছরে মোট ঋণ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় 2,567.00 কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

76) 2020-21-এর বাজেটে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ প্রায় 19,380.19 কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ 19,891.60 কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই ব্যয়ের মধ্যে 17,252.12 কোটি টাকা রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যয় এবং 2,639.48 কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

77) এই বাজেটের সাথে আমরা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছি। আমরা জনজাতি ও তপশিলী জাতিদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখছি। আমরা এ ব্যাপারে My Gov Tripura পোর্টালের মাধ্যমে জনগণের রায়ও জানতে চেয়েছিলো। তাদের রায় এক্ষেত্রে খুব কাজ দিয়েছে।

78) সংক্ষিপ্ত Budget Estimate নীচে তুলে ধরা হলো:

(Rs. in Crore)

Sl. No	Items		Amount
(A)	Revenue Account		
	1	Receipts (including adjustment of Opening Balance)	16,811.19
	2	Expenditure	17,252.12
	3	Deficit (A1-A2)	(-) 440.93
(B)	Capital Account		
	1	Receipts from Loans & Others (including Public Account)	2,569.00
	2	Disbursements	2,639.48
	3	Deficit (B1-B2)	(-) 70.48
(C)	Total Receipts (A1+B1)		19,380.19
(D)	Total Expenditure (A2+B2)		19,891.60
(E)	Deficit (C-D)		(-) 511.41

79) 2020-21 অর্থবছরের বাজেটে মুখ্য দপ্তরগুলির জন্য বরাদ্দের চিত্র নীচে তুলে ধরা হলো :

(Rs. in lakh)

Department	Allocation in BE 2020-21	% increase over RE
Information Technology	1,005.06	229.50%
Planning (P&C)	2,229.97	52.79%
Forest	13,494.04	46.11%
ST& Environment	582.83	41.17%
PWD(DW&S)	41,111.55	37.98%
TW(Research)	739.76	37.91%
Public Works(R&B)	85,552.99	36.02%

PWD(WR)	15,238.24	32.90%
RD (Panchayat)	34,037.58	32.68%
Urban Development	68,923.00	27.99%
Relief & Rehabilitation	2,831.87	26.55%
Social Welfare	87,168.72	22.47%
Finance	4,53,201.92	20.31%
Skill Development	2,232.07	12.62%
Agriculture	44,848.26	10.27%

80) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ত্রিপুরা রাজ্য এবং সারা দেশের ক্ষেত্রেই 2022 বছরটি উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। 2022 সালে ত্রিপুরার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা প্রাপ্তির 50 বছর পূর্ণ হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির 75 বছর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজী 2022 সালের মধ্যে নতুন ভারত গঠনের জন্য এক ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরেছেন। সেই লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের ত্রিপুরায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপুরাকে 'Model State' হিসাবে গড়ে তোলা। আমাদের সরকার তার স্বপ্ন 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এক কথায় আমাদের উন্নয়ন নীতির মূল মন্ত্র হচ্ছে 'Perform, Reform and Transform' অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে সংস্কার সাধন ও পরিবর্তন আনা।

81) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথা বলে আমি এই মহতী সভার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য 2020-21 অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব রাখলাম।

*****